দীর্ঘ বিরতির পর মেহেরপুরে নতুন করে ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

দীর্ঘদিন পর মেহেরপুরে তিন জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। বেশ কিছু দিনের বিরতির পর আবারও মেহেরপুর জেলায় দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস। যার ফলে মেহেরপুর শহরে নতুন করে একই পরিবারের ৩ জন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি করোনা ভাইরাস সন্দেহে সোয়াব পরীক্ষার জন্য যে নমুনা পাঠানো হয়েছিল। সেই পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে জেলায় ৩ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

রবিবার রাতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ৩ জনই সদর উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে ৩ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী রয়েছে।

এছাড়াও জেলায় এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ৬৮৯ জন বাড়ি ফিরেছে। এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ১৭ জন। নতুন করে করোনায় কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের, বাসস্ট্যন্ড পাড়ার নওশিন(১৩), মহিদুল হক(৪২), সোনিয়া(৩৬)।

সবাই সামাজিক দূরত্ব মেনে, নিয়মিত সাবান- পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখা সহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন।

মেহেরপুরের আলোচিত শিল্পপতি হাবিব গ্রেফতার

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত ও সমালোচিত হাবিবুর রহমান হাবিব (৪৮) অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রাম থেকে সদর থানা পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।
হাবিবুর রহমান হাবিব পিরোজপুর গ্রামে মৃত আজিম উদ্দিনের ছেলে।

কখনো শিল্পপতি, কখনো রাজনৈতিক নেতা আবার কখনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে এলাকার মানুষের সামনে আসার চেষ্টা করেন এই হাবিব।

ঢাকার একটি আদালতে প্রতারণার তিনটি মামলায় তিন বছরের উপরে তার সাজা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাহা দারা খান বলেন, ঢাকার আদালতে সাজা পরোয়ানা তামিল করতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রতারণার অভিযোগে ঢাকার আদালতে হাবিবের বিরুদ্ধে মামলা করে কয়েকজন। যার ধারা ৪২০ ও ৪০৬। মামলাগুলোতে বিজ্ঞ আদালত ১ বছরের বেশি করে সাজার আদেশ দেন হাবিবের বিরুদ্ধে।

সাজা মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন হাবিব। তবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত আমঝুপি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় সদর থানা পুলিশ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি আজ মঙ্গলবার (৯ মার্চ) দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার অভয়নগর গ্রামে ঘটেছে। এ ঘটনায় ১ টি ছাগলসহ প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ক্ষতি হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের অভয়নগর গ্রামের দিন মজুর কফিল উদ্দিনের স্ত্রী রাতে রান্না শেষে চুলায় খড়ি শুকাতে দেয়।

খড়ি শুকাতে দিয়েই ঘটে বিপত্তি। রাতেই ওই খড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। মুহুর্তে ছড়িয়ে পড়ে পাশে মাচাল দেওয়া বিচালিতে ও খড়ির গাদায়।

ত্রিব্য আগুনের কালো ধোঁয়াই চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এলাকার সাধারণ লোকজন ছুটে আসে আগুন নেভানোর কাজে। ঘন্টা ব্যাপি আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালেও নিয়ন্ত্রণ আনতে অপরাগত হয়ে পড়ছিলো এলাকাবাসী।

পরে, আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। তাদের গতিময়তার কারণে ইতো মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সহর আলির ছেলে কালাম এর বাড়িতে। আগুনে পুড়ে যায় একটি ছাগল সহ ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র। আগুনে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ঘরের টিন ও বৈদ্যুতিক মিটার।

এ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম জানান, গভির রাতে চুলা থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটে। এ অগ্নিকান্ডের কারণে ২ টি অসহায় পরিবারের তিনটি ঘর পুড়ে ভস্কিভূত হয়েছে। আমিসহ এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধ ভাবে আগুন নিভিয়ে ফেলেছি। তবে, অসহায় পরিবারে আগুনের কারণে আনুমানিক প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-কার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের শ্যমপুর স্কুল মাঠে গতকাল সোমবার

দর্শনা কেরু’জ নির্বাচন সম্পন্ন সভাপতি সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু’জ নির্বাচন শেষ হলো। গতকাল সোমবার সকাল ৯ ঘটিকা থেকে শুরু করে বিকাল ৪ ঘটিকা পয়ন্ত বিরতিহীন এবং সুষ্ঠু ভাবে কেরু’জ নির্বাচন শেষ হয়।
এই নির্বাচনে সভাপতি পদে ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ হারিকেন প্রতীক নিয়ে জয়লাভ করেন এবং সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ বাইসাইকেল প্রতীকে জয়লাভ করেন।
জানাগেছে, বিজয়ী সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ (হারিকেন) প্রতীক পেয়েছে ৫৭৩ ভোট ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তৈয়ব আলী (চাঁদ তারা) প্রতীক পেয়েছে ৪৯৩ ভোট। বিজয়ী সাধারণ সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান মাসুদ (বাই সাইকেল) প্রতীক পেয়েছে ৫৭১ ভোট ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিরুল ইসলাম পিন্স (ছাতা) পেয়েছে ৪৯২ ভোট। বিজয়ী সহ-সভাপতি পদে মোস্তফিজুর রহমান (চেয়ার) প্রতীক পেয়েছে ৫০০ ভোট ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহম্মেদ (মোরগ) প্রতীক পেয়েছে ৩১৯ ভোট, এএস এম কবির (হাত পাখা) প্রতীক ২১৬ ভোট ও আবু সাইদ হাসান (মাছ) প্রতীক পেয়েছে ২৮ ভোট। বিজয়ী সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে খবির উদ্দিন (কাপ পিরিচ) প্রতীক পেয়েছে ৪০৪ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আকরাম আলী (কলস) প্রতীক পেয়েছে ৩৮৫ ভোট, ইসমাইল হোসেন (তালা চাবি) প্রতীক পেয়েছে ১৮২ ভোট ও একরামুল হক খলিল (ফুটবল) প্রতীক পেয়েছে ৯১ ভোট। ১ নং ওয়ার্ডে (প্রশাসন ও হিসাব বিভাগ) সদস্য পদে সালাহউদ্দীন (ডাব) প্রতিকে বিজয়ী হয়েছে ৫৩ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে সেলিম খাঁন (বালতি) প্রতীক পেয়েছে ৪৪ ভোট। ২ নং ওয়ার্ডে (চোলাই কারখানা) সদস্য পদে বাবর আলী (বেলচা) প্রতীক ৮৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আমিনুল ইসলাম (ডাব) প্রতীক পেয়েছে ৬০ ভোট। ৩ নং ওয়ার্ডে (পরিবহন গ্যারেজ) সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম-১ (টর্চ লাইট) প্রতীক ১১৯ ভোট

পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শফিকুল ইসলাম (ডাব) প্রতীক ৫০ ভোট পেয়েছে। ৪ নং ওয়ার্ডে (ইক্ষু সংগ্রহ) সদস্য পদে মতিয়ার রহমান (ডাব) প্রতীক ৭৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়ামিন হক (আখের আটি) সদস্য পদে প্রতীক পেয়েছে ৪৬ ভোট। ৫ নং ওয়ার্ডে (ইক্ষু উন্নয়ন) সদস্য পদে সাইফুদ্দিন (ডাব) প্রতীক ৬৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হারিজুল ইসলাম (আখের আটি) পেয়েছে ৩৮ ভোট। ৬ নং ওয়ার্ডে (উৎপাদন) সদস্য পদে হাফিজুর রহমান (বেলচা) প্রতীক ১৭৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মজিবর রহমান (ডাব) প্রতীক পেয়েছে ৭৮ ভোট। ৭ নং ওয়ার্ড (প্রকৌশল) সদস্য পদে মফিজুর রহমান (বেলচা) প্রতীক ১৪৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজাদ আলী (হাতুড়ী) ৭৭ ভোট পেয়েছে।

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। গতকাল সোমবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) তহিদুল ইসলাম মামলা দুটি আমলে নেন।
দুদক কুষ্টিয়া জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া মামলাটি দায়ের করেন বলে দুদকের আইনজীবী আল-মুজাহিদ মিঠু জানান।
আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান
(৫৭) ও তার স্ত্রী বিলকিস রহমান (৪৭)।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০০২ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত খলিলুর রহমানের স্ত্রী বিলকিস রহমান জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার ৫৬৪ টাকা আহরণ করেছেন।
তার বিরুদ্ধে দুদক আইন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়।

খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট সময়ের মধ্যে ৫২ লাখ ৫৫ হাজার ১৬৯ টাকা আয়ের বৈধ কোনো উৎস দেখাতে পারেননি।
তার বিরুদ্ধেও একই ধারায় মামলা হয়েছে।
এদিকে দুদকের এই মামলা দায়েরের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে লোকজন স্বস্তি প্রকাশ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী শাকিল বলেন, “অনেক দেরিতে হলেও দুদকের এই পদক্ষেপে আমি খুশি। তবে দুদক কোটি টাকার সম্পত্তির যে হিসাব দিচ্ছে সেই পরিমাণটা আমার মনে হয় আরও অধিক হওয়ার কথা। যাই হোক, ঠিক তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারসহ বিদ্যালয়টিকে রক্ষার দাবি করছি।”

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি চিকিৎসক নেতা আমিনুল হক রতন বলেন, “এতদিন আমাদের চোখের সামনে তিল তিল করে বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। আমরা অনেকেই দেখেছি; কিন্তু কেউ মুখ খুলে কিছু বলতে পারিনি।”
এই প্রতিষ্ঠানটি কিছু স্বার্থন্বেষী প্রভাবশালী মহলের অর্থ আয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, “দুদক এতোদিন পর মামলাটি করলেও আমি বলতে চাই, এই প্রতিষ্ঠানটিকে লুটপাট করে এর অস্তিত্বকে যারা বিপন্নের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাদের সকলের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কী পরিমাণ সম্পদ লুটপাট হয়েছে তার ঠিক পরিসংখ্যান আমরা জানতে চাই।” দুদকের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমানের মোবাইলে ফোন দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।
বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক এ কে এম মুনির বলেন, “দুদকের মামলার বিষয়ে আমি শুনেছি। এটা প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। স্কুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দুদক যে মামলা করেছে তার মেরিট দুর্বল। এ মামলায় শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না।”

মহেশপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহেশপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় উপজেলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
বিতর্কের বিষয় ছিলো করোনাকালে নারী নেতৃত্বই গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব। প্রতিযোগিতায় পক্ষ দলে অংশগ্রহণ করেন মহেশপুর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হাসিনা খাতুন, মহেশপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক পারভীন আরা শশী ও মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিক্যাল অফিসার ডা. বানী শ্রী ভদ্র। বিপক্ষ দলে অংশগ্রহণ করেন মহেশপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল ইসলাম সাজ্জাদ, উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার ওহিদুল ইসলাম ও পৌরল্যাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এটিএম খায়রুল আনাম।
বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মডারেটর এর দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন এর সাংবাদিক মো: সফিকুল ইসলাম জুয়েল
বিচারক এর দায়িত্ব পালন করেন মহেশপুর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অমিত বাগচী এবং মহেশপুর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার অবিনাশ কর্মকার। প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ময়জুদ্দীন হামিদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আমজাদ হোসেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাশ্বতী শীল। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আলমডাঙ্গায় ২ বেকারিতে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা

জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে আলমডাঙ্গায় নোংরা পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য তৈরি ও পণ্যে মূল্য তালিকা না থাকায় ২ বেকারিতে জরিমানা করেছে।
গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে আলমডাঙ্গার হাইরোডস্থ মেসার্স মামুন বেকারিতে অভিযান পরিচালনায় করেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে বেকারিতে অস্বাস্থ্যকর ভাবে খাদ্য দ্রব্য তৈরি ও তৈরিকৃত পণ্যে মোড়ক না থাকা ও মেয়াদ, মুল্য তালিকা না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৭, ৪৩ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলায় দায়িত্বরত সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ মেসার্স আরজু ফুডে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে আরজু ফুড নামের বেকারিতে নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি, মূল্য ও মেয়াদ তালিকা না থাকায় আরজু ফুডস এর মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে।
দুই বেকারিতে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
অভিযান চলাকালীন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেন। এছাড়াও, সবাইকে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় না করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।
অভিযানের সময় উপস্থিত জনসাধারণকে ভোক্তা অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
নিরাপত্তায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এরূপ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted]